দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ...

১৩ই আষাঢ় ১৩৯৪ বং

087

ভার্সিটিতে সন্ত্রাস বন্ধ হোক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার অস্ত্রের খেলা শুরু হয়েছে। প্রতিপক্ষ দুই গ্রুপ ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষে গত দু'দিন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছিলো। ঘটনার সূত্রপাত হয় গত বৃহস্পতিবার রাতে এবং তার জের চলে পরদিন শুক্রবার রাত পর্যন্ত। এই সংঘর্ষে গুলিবর্ষণ ও ছুরিকাঘাতে ১০ জন ছাত্র আহত হয়েছে এবং এ ছাড়া সূর্যসেন হলের ২০টি কক্ষে অগ্নিসংযোগসহ ৫টি মোটর সাইকেল পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের জরুরী সভায় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকাল বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও আপাততঃ এ সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছে বলে পত্রিকার খবরে প্রকাশ।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এ ধরনের বড়োরকমের সংঘর্ষের খবর শুনে আমরা গভীরভাবে উদ্বেগ বোধ করছি। ইতিপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আরো বহুবার প্রতিপক্ষ ছাত্রদলের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু গত দু'দিনের সংঘর্ষে স্টেনগান, রিভলভার, ছোরা ইত্যাদী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের ফলে প্রতিয়মান হয় যে, এমন বড়োরকমের হিংসাশ্রয়ী ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে খুব কমই ঘটেছে। মাত্র ক'দিন আগেই এ ধরনের সংঘর্ষ ঘটে গেছে। দু'দিন যেতে না যেতেই আবার এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও শন্ত্রাস শুধু আমাদেরই নয়, দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান সকল নাগরিককেই নিঃসন্দেহে উদ্বিগ্ন এবং ব্যথিত করেছে। এক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলই প্রকৃতপক্ষে নিজেদের স্বার্থে ছাত্রদের রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে। এটা সম্পূর্ণরূপে অনভিপ্রেত।

ইতিপূর্বে আমরা একাধিকবার ছাত্র সমাজ এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি এ মর্মে আহবান জানিয়েছি যে, আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির পথ থেকে দূরে রাখুন, বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত রাখুন, শিক্ষার পথ কন্টকমুক্ত করুন। কিন্তু এই আহবানে যে তেমন কোনো লাভ হয়নি তা এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

অথচ এ সব সংঘর্ষের ফল কি হচ্ছে? ভ্রাতৃপ্রতিম ছাত্ররা নিজেরা হানাহানি করে হতাহত হচ্ছে। বার বার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষিত হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের পরীক্ষা ক্রমশঃ পিছিয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে সকলের মূল্যবান বছরগুলো নষ্ট হচ্ছে। আমাদের দেশের যে সব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে, তাদের বেশীরভাগই মধ্যবিত্ত পরিবারের। অভিভাবকরা বহু কষ্টে তাদের লেখাপড়ার খরচ সংগ্রহ করে থাকেন। তাই একটি বছর নষ্ট হওয়ার অর্থই হলো বিপুল টাকার অপচয়। আর সেখানে বছরের পর বছর ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আটকে থাকছে।

এবারও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষিত হতে যাচ্ছে কি-না তা এ মুহূর্তে আমরা বলতে পারবো না। সিদ্ধান্তটি শুধু স্থগিত রাখা হয়েছে, বাতিল করা হয়নি। যদি এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় তাহলে আবার কবে বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে তাও আমাদের জানা নেই। তবে খবরে বলা হয়েছে, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা আতংকিত হয়ে ইতিমধ্যেই হল ত্যাগ করতে শুরু করেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, সম্ভবতঃ সিদ্ধান্তটি কার্যকর হলেও হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আমরা ছাত্র-শিক্ষক-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সকলের প্রতি আবারো আহবান জানাবো যে, বিশ্ববিদ্যলরেয় পবিত্র অঙ্গনকে হানাহানি থেকে মুক্ত রাখুন। রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে ছাত্ররা যেনো আর নিজেরা নিজেদের বুকে অস্ত্র হানতে উদ্যত না হয়।

ছাত্ররা বিবেকের আহবানে সাড়া দেবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। তারাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। সাময়িকভাবে তারা হয়তো ভুল করতে পারে। কিন্তু অচিরেই যে, তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবে এই প্রত্যাশা নিশ্চয়ই আমরা করতে পারি। আমাদের বিশ্বাস, এটা বড়ো কোনো প্রত্যাশা নয়।